বেনাপোল সীমান্তে আমদানি-রফতানি বন্ধে কোটি টাকার ক্ষতি প্রতিদিন



সংগৃহীত ছবি

চোরাই পণ্যের অনুপ্রবেশ রোধে পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে সব ধরনের আমদানি ও রফতানি কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেছে কাস্টম হাউস কর্তৃপক্ষ। হঠাৎ এ সিদ্ধান্তে সীমান্তজুড়ে পণ্যবাহী ট্রাকের দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়েছে এবং ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা।

কাস্টমস কর্তৃপক্ষের দাবি, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের সঙ্গে বৈঠক করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন নেতারা বলছেন, এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত বা সম্মতি ছাড়াই এই নির্দেশনা কার্যকর করা হয়েছে।

২০১৭ সালের ১ আগস্ট দুই দেশের সমঝোতায় বেনাপোল-পেট্রাপোল ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট ২৪ ঘণ্টা চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) দেশের সব কাস্টমস হাউস সার্বক্ষণিক খোলা রাখার নির্দেশ দেয়। কিন্তু বেনাপোলে সেই নির্দেশনা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বেনাপোল দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ২০০ থেকে ২৫০ কোটি টাকার পণ্য আমদানি-রফতানি হয়। সন্ধ্যার পর কার্যক্রম বন্ধ থাকায় বাণিজ্যে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে এবং সীমান্তে দেড় হাজারেরও বেশি ট্রাক আটকে আছে। এসব ট্রাকে রয়েছে ফল, সবজি, মাছ ও রাসায়নিক কাঁচামালের মতো দ্রুত পচনশীল পণ্য, যা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে।

আগে প্রতিদিন ৪০০ থেকে ৪৫০ ট্রাক পণ্য বন্দরে প্রবেশ করত, কিন্তু নতুন সিদ্ধান্তের পর সেই সংখ্যা কমে ১৮০ থেকে ২০০ ট্রাকে দাঁড়িয়েছে।

আমদানি-রফতানিকারক সমিতির হিসাব অনুযায়ী, প্রতিদিন প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ কোটি টাকার পণ্য খালাস আটকে থাকছে, যার ফলে ব্যবসায়ীরা বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। পাশাপাশি সরকারও প্রতিদিন কয়েক কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।